দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 9 APR 201[illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। এছাড়া বিদ্যালয়ের পাঠদান কক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী যথেষ্ট উপযুক্ত এবং মানসম্মত নয়। একটি শ্রেণী কক্ষে ১৭ জন থেকে শুরু করে ১৩৭ জন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীকে একসাথে পাঠগ্রহণ করতে হয়। সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযানের (সুপ্র) এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ না থাকা, মাঠ থাকলেও খেলাধুলা করার উপযোগী না হওয়া, খেলার মাঠে বর্ষাকালসহ বছরের অধিকাংশ সময় পানি জমে থাকা ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবিকাশের পথে অন্তরায়। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো সন্তোষজনক নয়।

সুপ্রর সমীক্ষা প্রতিবেদন

সম্প্রতি সুপ্র নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, নাটোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, বরগুনা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শরীয়তপুর এবং রাজবাড়ী জেলায় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালায়।

সমীক্ষায় দেখা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা টিউবওয়েলের পানি পান করলেও কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে পুকুরের পানি ব্যবহার এবং

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই

কিছু বিদ্যালয়ে কোন টিউবওয়েল না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য দিয়ে উল্লেখ করা হয়, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শৌচাগার থাকলেও অনেকক্ষেত্রে সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কখনো কখনো ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার থাকলেও অনেকক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের একই শৌচাগার ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরও একই শৌচাগার ব্যবহার করতে হয়। আবার কিছু বিদ্যালয়ে শৌচাগারের কোন ব্যবস্থাই নেই বলে সমীক্ষায় দেখা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেয়া, শিক্ষা কারিকুলাম বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রীর মনোবিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, বিদ্যালয় বহির্ভূত কোচিং বন্ধসহ প্রাথমিক শিক্ষাকে গুণগত বিকাশের ক্ষেত্রে জনবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সেবাপ্রদানকারী সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, সঠিক জনবলের অভাবে শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেকেই মনে করেন শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করার জন্য যথেষ্ট জনবল নেই। সমীক্ষায় দেখা যায়, স্কুলে যাওয়ার বয়স হলেও অনেকেই বিদ্যালয়ে যায় না। কারণ হিসেবে উঠে আসে অনেক ছেলে-মেয়েই পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না। অনেক ছাত্র-ছাত্রী অন্যের বাসায় কাজও করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যালয়ে যায় না। ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করে, অনেক সময় দরিদ্র বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায় না। এক্ষেত্রে ছেলে থেকে মেয়েদের উপর বেশি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় বলে ছাত্র-ছাত্রীরা উল্লেখ করে।

সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আনন্দ স্কুল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম ঝরে পড়া শিশুদের স্কুলমুখী করতে পেরেছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ উত্তর দাতাই বলেছেন, এ প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না।

প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলা হয়, তারা জানুয়ারি মাসেই নতুন বই বিনামূল্যে পেয়েছেন। তবে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন বই পেতে তাদের ১০ টাকা দিতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সঠিক সময়ে বই পেয়েছে।